সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা ঃ বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উনুয়ন সমিতি (বিএসটিডি)

২৩ জানুয়ারি ২০১১, বিশেষ ক্রোড়পত্র

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায় ঃ ফ্রন্টলাইন কমিউনিকেশন লিঃ





णका ।

১০ মাঘ ১৪১৭

২৩ জানুয়ারি ২০১১

বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উনুয়ন সমিতি (বিএসটিডি) প্রতি বছরের মতো এবারও ২৩শে জানুয়ারিকে 'প্রশিক্ষণ দিবস' হিসেবে পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

বিশ্বায়ন ও দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে অভিযোজন ও টেকসই উনুয়ন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজন দক্ষ মানব সম্পদ। আমি মনে করি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি দেশে-বিদেশে উনুততর ও আধুনিক প্রশিক্ষণই দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তুলতে পারে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উনুয়ন সমিতি সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ কৌশল প্রণয়ন করছে-যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমি আশা করি, একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ, প্রশিক্ষিত ও কর্মঠ জনসম্পদ গড়তে বিএসটিডি অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

আমি প্রশিক্ষণ দিবসের সাফল্য কামনা করি। খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

> (B)2524 মোঃ জিল্পুর রহমান

PROSHIKHYAN-A JOURNAL OF BSTD

Mosharraf Hossain, Vice President, BSTD

If man is known by the company he keeps, a profession may also be known by the Journal it publishes .If literature is the reflection of the society so also is the Journal that reflects the level of professional acuity.... From these premises, one could go on evaluating the concern of the training professionals to a certain level in Bangladesh by taking a look at the 218 articles published in the Journal of BSTD, Proshikhyan since 1994. Amongst many options, one may very well start with the following questions.

Is the journal published regularly? Does it address the key issues of the profession?

Important as the questions are to respond to these would require a thorough scientific investigation or research. Given the constraints, time in particular, instead, an alternative approach has been followed here to find out the answers.

Unlike many journal of home and abroad, even of international reputed organization, BSTD has

been publishing the journal, Proshikhyan on a regular basis since 1994. This is a great achievement by any standard and speaks of the high commitment of the BSTD management. This bi-annual journal was first published in 1987, seven years following the establishment of the society. However publication of the journal was not regular. It was published intermittently. Since 1994, publication became regular, 2 volumes were published each year and each volume contained six articles.

Till December 2010, 218 articles have been published. As the name of the journal suggests principal focus of the journal is "Development of Human Resource through Training". Main theme of the 90% articles centred round training. Other articles are not directly related to training perse, but addressed to enrich the knowledge of training professionals for example, rural development, poverty alleviation, micro-credit, gender etc. These are mostly concerned with development from where training professional in development governance could find valuable inputs and insights to plough back to his professional activity.

In order to see whether the journal has addressed the key issues of training, which are concerned with the qualitative aspects of training, one can analyze the focus of the articles and relate these with the phases of training cycle (TC). To a great extent, effective

on the appropriate administration and completion of the TC. By analyzing the 218 articles, one can find varying degree of emphasis of the professionals on the TC. Most articles concentrated on training needs assessment, followed by curriculum development, training techniques, training implementation. No significant emphasis can be discerned on post training utilization and impact analysis of training from the articles published. This appears to be the most

and qualitative training depends

neglected issue, yet the credibility of the training depends largely on post training utilization. One article by Mr. Banik Gour Sundar of PATC on Management At the Top (MATT) programme (2001) and another by Dr M. Solaiman, former director of CIRDAP on impact of training on destitute women (1999) were published in recent years. It appears from the analysis of the articles that the professionals are perhaps nonchalant of post training utilization (PTU) and Impact Analysis of training. It has been an Achilles 'Hill in our training programme and continues to remain so. This perhaps emanates from the structural deficiency of the training institutes. As training is an investment and it is judged by its result, it is time that training professionals and higher management put these two aspects of training high in their agenda.





প্রধানমন্ত্রা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১০ মাঘ ১৪১৭ ২৩ জানুয়ারি ২০১১

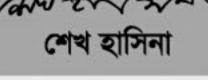
বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উনুয়ন সমিতি প্রতি বছরের ন্যায় এবারও জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত।

উনুত জাতি গঠনে প্রশিক্ষিত মানবসম্পদের কোন বিকল্প নেই। ২০২১ সালকে সামনে রেখে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

আমি আশা করি, সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের মানবসম্পদ উনুয়নে সমন্বিতভাবে কাজ করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসবেন।

আমি জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। fam on Fran



বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি (বিএসটিডি) কার্যক্রমের ত্রিশ বছর (১৯৮০-২০১০)

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ মহাসচিব / এম খায়রুল কবীর যুগ্ম-মহাসচিব



(বিএসটিডি) বাংলাদেশে প্রশিক্ষকদের শীর্ষ প্রফেশনাল

সংগঠন। আশির দশকে যখন বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ

সেম্বরে ব্যাপক সম্প্রসারণ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল তখনি

তদানীন্তন বাংলাদেশ প্রশাসনিক ষ্টাফ কলেজে দেশের

খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের অংশগ্রহণে

অনুষ্ঠিত এক কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে সরকারী ও

বেসরকারী পর্যায়ের প্রশিক্ষকদের সমন্বয়ে ১৯৮০ সালে

বিএসটিডি গঠিত হয়। এটি একটি অলাভজনক এবং

অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এর সাংগঠনিক অবয়ব

উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর

প্রতিষ্ঠিত। ১৮৬০ সালের সোসাইটি এ্যাক্ট-২১ অনুযায়ী

প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধিত। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ত্রিশটি বছরই

(১৯৮০-২০১০) বিএসটিডি প্রশিক্ষণ সেম্ভরের সামগ্রিক

উনুয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে নিষ্ঠা ও

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণ ও পেশাগত কার্যাবলীর মাধ্যমে

সমিতি'র সদস্য ও অন্যান্য প্রশিক্ষকদের প্রায়োগিক

দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ও প্রশিক্ষণ সেক্টরের উৎকর্ষসাধনই

সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমিতি'র সদস্যদের পেশাগত

দক্ষতা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মান উনুয়নের লক্ষ্যে

যথায়থ পদক্ষেপ গ্রহণ; নবউদ্ভাবিত প্রশিক্ষণ

কোর্সসমূহের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা

পরিচালনা, প্রকাশনা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের

মধ্যে নিবিড যোগাযোগের লক্ষ্যে সমন্বয় সাধন এবং

তথ্য ও প্রশিক্ষণ উপকরণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা

বিনিময়; পেশা হিসেবে প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষকদের মর্যাদা

সমূরতকরণ; দেশ-বিদেশের প্রশিক্ষক, গবেষক ও

ব্যবস্থাপকদের মধ্যে মতবিনিময়, সৌহার্দ্য বৃদ্ধি ও

পেশাগত উৎকর্ষসাধন; স্থানীয়, জাতীয় ও আঞ্চলিক

সমস্যা সমাধানে প্রশিক্ষণের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা

বৃদ্ধি; প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরে

সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন; সরকারী

বেসরকারী সংস্থাসমূহকে প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার

ক্ষেত্রে নীতি, কৌশল ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তদারকি

ও মুল্যায়ন বিষয়ে উপদেশনা ও পরামর্শ প্রদান;

প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য

প্রশিক্ষকগণকে স্বীকৃতি বা পুরস্কার এবং উৎসাহ

ফেলোশীপ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ; এবং সমিতি'র

সদস্যদের জন্য কল্যাণমুখী কার্যক্রম গ্রহণ ও

ব্যবস্থাপনাঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ সমিতি'র কার্য

পরিচালনা করে থাকে। বিএসটিডি'র কার্যক্রম

সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পাঁচটি স্থায়ী উপ-পর্ষদ

গঠন করা হয়েছে। উপ-পর্যদণ্ডলো হচ্ছে ঃ (ক) প্রচার

ও প্রকাশনা; (খ) গবেষণা ও উপদেশনা; (গ) প্রশিক্ষণ

ও মানব সম্পদ উনুয়ন; (ঘ) পেশাগত মান উনুয়ন ও

কল্যাণ; এবং (ঙ) আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক ও আন্তর্জাতিক

সংস্থার সাথে সংযোগ। বিভিন্ন উপ-পর্ষদ এবং

জার্ণালের সম্পাদকীয় বোর্ডের সভা প্রয়োজন অনুযায়ী

অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিএসটিডি'র কার্যনির্বাহী পর্ষদের

প্রশিক্ষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ

আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।



সভা প্রতি মাসের ২০ তারিখে অথবা নিকটবর্তী কোন তারিখে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী পর্ষদ সভায় এ উপ-পর্ষদগুলোর কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়।

কার্যক্রমঃ বিগত ত্রিশ বছরে বিএসটিডি উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে যেসব কার্যক্রম/কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

জার্ণাল ও নিউজ লেটারঃ PROSHIKHYAN

(প্রশিক্ষণ) নামে একটি জার্ণাল সমিতি ১৯৮৩ সন থেকে প্রকাশ করে আসছে। এটি ষান্যাসিক ভিত্তিতে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। একটি সম্পাদকীয় বোর্ড জার্ণাল প্রকাশের কাজ তত্ত্বাবধান করছেন। সমিতি'র সভাপতি ড. সা'দত হুসাইন আট সদস্য বিশিষ্ট সম্পাদকীয় বোর্ডের সভাপতি। এ পর্যন্ত জার্ণালের মোট ৩৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত একমাত্র জার্ণাল PROSHIKHYAN দেশের সুধীমহলে সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও এর পরিচিতি ঘটেছে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরী অব কংগ্ৰেসে PROSHIKHYAN তালিকাভুক্ত হয়েছে (Catalogue Number: B-95902106-S) এবং লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের মাধ্যমে এটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, জার্ণাল PROSHIKHYAN এর ISSN Number: 1819–9097। এছাডা ১৯৯২ সন থেকে নিয়মিতভাবে সমিতি'র পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ বার্তা নামে একটি নিউজলেটার প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ অঙ্গনের খবর পরিবেশন এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো ও প্রশিক্ষকদের মধ্যকার পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ বার্তার অবদান

ইতোমধ্যেই সংশ্লিষ্ট মহলে সমাদৃত হয়েছে। বিএসটিডি'র গবেষণা ও পরীক্ষণ কেন্দ্রঃ বিএসটিডি'র গবেষণা ও পরীক্ষণ কার্যক্রম সূচারুভাবে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য বিএসটিডি'র আওতায় "বিএসটিডি'র গবেষণা ও পরীক্ষণ কেন্দ্র" নামে একটি নতুন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। কেন্দ্রের কার্যক্রম বাড়ী নং-৩৭. ব্লক-এ. রোড নং-১. নিকেতন. গুলশান-১. ঢাকা-১২১২ থেকে পরিচালনা করা হচ্ছে। কেন্দ্রটি থেকে "Organizing Effective Training Course in Bangladesh" শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সহসাই প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে

একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। "বিএসটিডি ষ্ট্যান্ডার্ড" সংক্রান্ত গবেষণা গ্রন্থঃ বিএসটিডি কর্তৃক "Performance Assessment of Training Institutions in Bangladesh Using BSTD Standard" শীৰ্ষক গবেষণা কাৰ্যক্ৰম ২০০৬ সালে সমাপ্ত হয়েছে। ডিসেম্বর ২০০৬ সালে গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রথমবার এবং নভেম্বর ২০০৮ সালে দ্বিতীয়বার মুদ্রণ করা হয়। "বিএসটিডি ষ্ট্যান্ডার্ড" অনুসরণ করে যে কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তার মানদন্ত নির্ণয় করতে পারে। এটি বিএসটিডি'র একটি নিজস্ব উদ্ভাবন

সেমিনার ও কলোকিয়ামঃ বিএসটিডি প্রতিবছর নিয়মিতভাবে সেমিনার ও কলোকিয়াম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। সেমিনার ও কলোকিয়াম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশমালা সরকার ও বিএসটিডি যৌথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচেছ। বিগত কয়েক বছরে বিএসটিডি অনেকগুলো বিষয়ের উপর সেমিনার ও কলোকিয়াম অনুষ্ঠানের





বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উনুয়ন সমিতি

২৩ জানুয়ারি প্রশিক্ষণ সেক্টরের জন্য একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিন। প্রতি বছর এ দিনটি জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষক সমাজ এ দিনটিতে তাদের পেশা, কর্মসূচী ও অন্যান্য পারফরমেন্স মূল্যায়ন করে। এ দিনের কর্মসূচী সমূহ প্রশিক্ষকদের মনে আস্থা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ পেশার সাথে অন্যান্য পেশার সংযোগ স্থাপন, প্রশিক্ষকদের মধ্যে মিথক্কিয়া ও ভাব বিনিময়ে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উনুয়ন সমিতি প্রশিক্ষণ দিবস উদযাপনের কর্মসূচী গ্রহন করায় প্রশিক্ষক সমাজ আনন্দিত ও আশান্বিত

পেশাগত মান উনুয়নের পূর্বশর্ত হলো প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ মানুষকে নিয়মনিষ্ঠ, পারদর্শী এবং কর্মতৎপর করে তোলে। মানব সম্পদ উনুয়নে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত প্রশিক্ষণও অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রশিক্ষণকে কার্যকর করতে হলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে হবে যাতে যে কোন বয়সে প্রশিক্ষণ গ্রহন করা যায়। প্রশিক্ষকদের প্রতি যথায়থ সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের স্বীকৃতি প্রদান করা আমাদের নাগরিক কর্তব্য। বিএসটিডি প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের পেশাগত মান উনুয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণ সেম্বরে গবেষণা ও উদ্ভাবনীমূলক কর্মকান্ডকে জোরদার করার লক্ষ্যে সম্প্রতি সমিতি এর অংগীভূত প্রতিষ্ঠান হিসাবে "বিএসটিডির গবেষণা ও পরীক্ষণ কেন্দ্র" স্থাপন করেছে।

প্রশিক্ষকদের নিরলস ও আন্তরিক পরিশ্রমের ফলে দেশের ভিতর একটি সুন্দর প্রশিক্ষণ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যা প্রশংসার দাবী রাখে। প্রশিক্ষণকে অধিকতর ফলপ্রসু এবং কার্যকর করার প্রয়াসে বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উনুয়ন সমিতি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স, সেমিনার, ওয়ার্কশপ আয়োজন, জার্নাল ও সংযোগ পত্র প্রকাশ করে থাকে। এর ফলে প্রশিক্ষণ সেক্টর সমৃদ্ধি লাভ করছে এবং প্রশিক্ষণ সম্মানজনক পেশায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বিএসটিডি কর্তৃক গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত "বিএসটিডি স্ট্যান্ডার্ড" প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করি

জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবসে নিজেদের কার্যাবলী মূল্যায়ন করে প্রশিক্ষকগণ নতুন নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করবেন। আজকের দিনে আমি আন্তরিকভাবে প্রশিক্ষণ পেশার উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষকদের কল্যাণে অধিকতর সময় ও শ্রম দেবার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।



আয়োজন করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: Trainer Skill's as Marketable Product in Bangladesh. Public Administration Training Policy, Performance Evaluation of Training Institutions in Bangladesh Using BSTD Standard, Training for Social Development, Training for Elected Executives, Role of Training in Good Governance, Quality Training in Bangladesh, Role of Professional Societies in Human Development of Bangladesh, Gender Sensitive Training Programme in Bangladesh, Designing Governing Bodies for Small and Medium Size Organizations, Role of Head of the Training Institutions in the Development of Training, Training as a free lance Profession: Its Viability in Bangladesh, Ethical Fortification and Training in Banking Sector, Inflation Conundrum in Bangladesh, Ethical Fortification Through Training, Embedding Ethical Values Through Training, and Training for Elected Executives of the Upazila Parishad.

জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবসঃ বিএসটিডি'র পক্ষ থেকে প্রতিবছর ২৩ জানুয়ারি জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস উদযাপন করা হয়ে থাকে। এ বছর বিএসটিডি পঞ্চদশবারের মত জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস উদযাপন করতে যাচ্ছে। দিবসটিকে ঘিরে বিএসটিডি প্রতিবছর দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ ও মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এদিনে প্রশিক্ষণের গুরুত্তকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরা হয়। এছাড়া এদিনে বিএসটিডি'র কর্মকান্ড, ক্ষমতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্ব পায়।

প্রশিক্ষণ কোর্সঃ বিএসটিডি Training of Trainers (TOT) কোর্স নিয়মিতভাবে পরিচালনা করে আসছে। প্রতি বছর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থা এবং মন্ত্রণালয় থেকে ২০-২৫ জন প্রশিক্ষক/কর্মকর্তা এ কোর্সে অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং সাফল্যজনকভাবে কোর্স সমাপ্ত করেন। তিন সপ্তাহব্যাপী এ কোর্স ইতোমধ্যে দেশের সরকারী ও বেসরকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়া বিএসটিডি প্রশিক্ষকদের জন্য Advance Training of Trainers (ATOT) কোর্সের আয়োজন করে থাকে। প্রশিক্ষকদের জন্য এই উচ্চতর প্রশিক্ষণ কোর্সটি একমাত্র বিএসটিডি

বাংলাদেশে বিগত দশ বছর ধরে নিয়মিতভাবে পরিচালনা করে আসছে। বিএসটিডি'র ব্যবস্থাপনায় পাঁচ দিন ব্যাপী Protocol Formalities and Articulation শিরোনামে নতুন একটি কোর্স ২০০৭ সালে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হয়। এ কোর্সটি ব্যাপকভাবে সাড়া জাগানোর ফলে প্রতি বছর দুইবার করে আয়োজন করা হচ্ছে।

অতিথি বজাদের সম্মানী ভাতাঃ বিএসটিডি'র নির্বাহী পর্ষদ কর্তৃক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি বক্তাদের সম্মানী ভাতা পুনঃনির্ধারণ করে তা কার্যকর করার জন্য ইতোপূর্বে দেশের সকল প্রতিনিধিত্বকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়েছে। দেশের সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে একই হারে সম্মানী ভাতার প্রচলন এবং মেধারী ও অধিকতর দক্ষ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণে আগ্রহী করে তোলার জন্য বিএসটিডি এ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিএসটিডি'র পক্ষ থেকে নির্ধারিত অতিথি বক্তাদের সম্মানী ভাতার পরিমাণ হবে এক ঘন্টার জন্য ২.০০০/- টাকা এবং এক ঘন্টার পরবর্তী আধ ঘন্টা বা ভগ্নাংশের জন্য ১.০০০/- টাকা।

মানব সম্পদ উনুয়ন অনুদান খাতঃ বর্তমানে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মসূচীকে যথাযথ সমর্থন দানের মাধ্যমে মানব সম্পদ উনুয়নে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। এ লক্ষ্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে একটি মানব সম্পদ উনুয়ন অনুদান তহবিল সৃষ্টি করতে সমিতি'র পক্ষ থেকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে আবেদন জানানো হলে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশিক্ষণ ও পেশা উনুয়ন নামে একটি উইং সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালার আওতায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে Lump grant সৃষ্টি করেছে। যা থেকে প্রতি অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে মানব সম্পদ উনুয়নের লক্ষ্যে অনুদান প্রদান করা হয় এক্ষেত্রে বিএসটিডি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

পেশাগত সুযোগ সুবিধাঃ বিএসটিডি'র সদস্যবন্দ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে রিসোর্স পারসন হিসেবে প্রশিক্ষণ অঙ্গনে সাধ্যমত অবদান রেখে চলেছেন। এ ব্যাপারে বিএসটিডি'র পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা দেয়া হয়ে থাকে। এছাডাও বিএসটিডি'র পক্ষ থেকে প্রশিক্ষকদের কিছু প্রফেশনাল চাহিদা চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়নের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়েছে: (ক) প্রশিক্ষকদের পেশাগত অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ও অন্যান্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ; (খ) প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান; (গ) প্রশিক্ষক হিসাবে অন্ততঃ এক বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে, অথবা কর্মজীবনে ন্যুনতম ৫০টি সেশন পরিচালনা করেছেন তথু এমন ব্যক্তিকেই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করা; (ঘ) প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অথবা প্রশিক্ষকদের জন্য প্রাসংগিক বিষয়ে বিদেশী প্রশিক্ষণে ওধু প্রশিক্ষকদেরই নির্বাচিত করা; এবং (%) প্রশিক্ষক হিসাবে দু'বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের বিদেশী মিশনে নিয়োগে অগ্রাধিকার

সরকার যে জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে তার সাথে উক্ত চাহিদা সংগতিপূর্ণ কারণ প্রশিক্ষকদের মনোবল, দক্ষতা তথা সার্বিক মান উনুয়ন ছাড়া মানব সম্পদ উনুয়ন সম্ভব নয়। এ চাহিদা প্রশিক্ষণ পেশার মর্যাদা বদ্ধি করবে। বিভিন্ন জরুরী অবস্থা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সাধারণ স্থবিরতার মাঝেও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো সবসময়েই থাকে কর্মমুখর। তাই প্রশিক্ষক সমাজের নীরব অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে প্রশিক্ষকের চাহিদা পূরণে জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

ইয়াং ট্রেনার্স এ্যাওয়ার্ডঃ বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উনুয়ন সমিতি'র পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ইয়াং ট্রেনার্স এ্যাওয়ার্ড দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সদস্যদের নিকট মনোনয়ন আহবান করে চিঠি দিলেও নীতিমালা অনুযায়ী কোন মনোনয়ন সঠিক পাওয়া যায়নি বিধায় কাউকে এ এ্যাওয়ার্ড দেয়া যায়নি। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। সমিতি'র ইন্টার্নি প্রকল্পঃ বিএসটিডি বিভিন্ন কার্যক্রম

হয়েছে। ২০০৯ সালে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং

বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে সাময়িক ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করে থাকে। বিএসটিডি বিশ্বাস করে যে, এর ফলে দেশের কিছু বেকার শিক্ষিত যুবকের সাময়িক কর্মসংস্থান হবে, অন্যদিকে বেকার যুবকেরা কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ পাবে। আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে

যোগাযোগঃ বিএসটিডি Association of Management Development Institutes in South Asia (AMDISA) এবং International Federation of Training and Development Organizations (IFTDO) এর সদস্য। আন্তর্জাতিক সংহতির জন্য বিএসটিডি এসব সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। উল্লেখ্য, নভেম্বর ২০০৪ সালে IFTDO কর্তৃক ভারতের দিল্লিতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিএসটিডি'র একজন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন ২০০৮ সালের মার্চ মাসে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত IFTDO সম্মেলনে বিএসটিডি'র সহ-সভাপতি নীলফার বেগম অংশগ্রহণ করেন। ২০০৯ সালের অক্টোবরে বিএসটিডি'র সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ হাউজবিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জনাব জানিবুল হক কানাডার টরেন্টোতে অনুষ্ঠিত IFTDO সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এছাডা ডিসেম্বর ২০০৮ সালে ভারতের হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত AMDISA এর সহযোগী সংগঠনের কনফারেন্সে বিএসটিডি'র প্রতিনিধি হিসেবে সমিতি'র যুগা-মহাসচিব ও বার্ড এর সাবেক মহাপরিচালক জনাব এম খায়রুল কবীর অংশগ্রহণ করেন। বিএসটিডি প্রতিবছর প্রশিক্ষণ সেক্টর ও প্রশিক্ষকদের সমস্যাদি নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা ও ভাব বিনিময় করে থাকে। এ অনুষ্ঠানে বিএসটিডি'র প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

নিজস্ব কার্যালয়ঃ বিএসটিডি'র গত ২৩ জানুয়ারী ২০০৪ তারিখের জরুরী সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সেন্টার পয়েন্ট কনকর্ড (লেভেল-১২), ১৪ক এবং ৩১ক. ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫-তে ১৩৮৭ বর্গফুটের অফিস স্পেস ক্রয় করা হয়। গত ১লা নভেম্বর ২০০৪ তারিখ থেকে বিএসটিডি'র নিজম্ব অফিসকক্ষ ও সভাকক্ষ সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও সাউন্ড সিস্টেমসহ ডেকোরেট করা হয়েছে বিএসটিডি'র সাথে সবধরনের যোগাযোগের জন্য নিমূলিখিত নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে। ফোন ও ফ্যাব্র ঃ ৮৮-০২-৯১১৮৩২১, মোবাইল ঃ ০১৮১৭-০৭২৬০৩, ই-মেইল ঃ bstd@dhaka.net

উপসংহারঃ বিএসটিডি'র সকল সদস্যের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিএসটিডি আজ বাংলাদেশের জাতীয় অঙ্গনে একটি পেশাদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও সমাদ্ত। সরকারের জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়নে সমিতি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। এ নীতিমালায় প্রশিক্ষক সমাজের কল্যাণ ও উনুয়নের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তথাপি নীতিমালা প্রয়োগকালীন যেসব ক্ষেত্রে অসঙ্গতি বা সমস্যা দেখা দেবে সেসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতেও সমিতি সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। গত ত্রিশ বছরে বিএসটিডি'র অর্জন কম নয়, তবুও আগামীতে আরো কর্মসূচী নিয়ে সক্রিয় ও প্রাণবন্ত রাখতে হবে আমাদের এ প্রিয় প্রতিষ্ঠানটিকে। বিএসটিডি'র বর্তমান স্বীকৃতি ও অবস্থান আরো সংহত করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে অধিকতর কর্মপ্রয়াস সংশ্রিষ্ট সকলের কাছে কাম্য।

অমি ব্রাপ্ত ৪ বিএসটিডি কার্যালয়, ১৪ ক (লেভেল-১২), সেন্টার পয়েন্ট, কনকর্ড, ফার্মগেট, ঢাকায় প্রশিক্ষণ দিবস অনুষ্ঠানে সকল সদস্যকে আমন্ত্রণ।















বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন সদর দপ্তর, ২২ পুরানা পল্টন, ঢাকা।